দামুড়হুদায় বিএনপির অবস্থান কর্মসূচিতে হাজারো মানুষের ঢল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ২য় দিনের ন্যায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির আয়োজনে বাসস্ট্যান্ড বাজারের কৃষি ব্যাংকের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ১নং যুগ্ন আহ্বায়ক খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক সালমা জাহান পারুল, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক পলাশ মাহমুদ, তাজ উদ্দিন।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক ইকরামুল হক, সদস্য সচিব জাকির হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, যুবদল নেতা জহিরুল ইসলাম রিপন, ফিরোজ হাসান

মন্টু, ইজাজুল হক, শওকত আলী, মাহফুজুর রহমান জনি, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান ও দেয়াল লিখন এবং বিভিন্ন চিত্রের ছবির মাধ্যমে দেওয়ালের সৌন্দর্য ফেরাতে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত হাসপাতাল প্রাঙ্গণের ফুলের বাগানসহ বিভিন্ন স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চালানো হয় এবং নতুন ভবনের নিচের দেয়াল গুলোর সৌন্দর্য বর্ধন ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন ছবির মাধ্যমে রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয় দেশের মানচিত্র জাতীয় পতাকা সহ ডাক্তার নার্সদের নিয়ে সুন্দর উক্তি ।

চুয়াডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রোভার স্কাউট, সেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন, রেড ক্রিসেন্ট , বি এন সি সি ও সংযোগ সহ এবং সাধারণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সকল স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ কাজ করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেয়াল লিখন ও ছবির আর্ট কর্মসূচিতে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান দেয়াল লিখন ও ছবি আর্ট এর বিষয়ে জানতে

চাইলে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট সাকিব বিশ্বাস বলেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের পতন ঘটেছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের সকল স্থানের প্রশাসনিক কার্যক্রম দুর্বল হয়ে পড়েছে । দেশের এই ক্রান্তিকাল সময়ে যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে পরিচিত লাভ করেছে এবং মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যারা কাজ করছে এমন কয়েকটি সংগঠন মিলে আমরা একসাথে কাজ করছি । আর শুধু যে আমরা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনই কাজ করছি এমন নয় আমাদের সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীর সহ সাধারণ মানুষও কাজ করছে। হাসপাতালে সকল প্রকার কর্মকান্ড এবং দুর্নীতি রোধ করতে উপদেষ্টা সহ আমর একটা মনিটরিং টিম গঠন করেছি।সেই মনিটরিং টিমের উপদেষ্টা সেচ্ছাসেবকবৃন্দ প্রতি সপ্তাহে হাসপাতালে মনিটরিং কার্যক্রম গুলো করবে। সাথে হাসপাতালের উন্নয়নের স্বার্থেও তারা কাজ করবে। আমরা যারা ইতিপূর্বে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছি তারা সব সময় প্রস্তুত আছি চমৎকার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল এবং চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার স্বার্থে ।দেশের ট্রাফি সেবা সহ বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজ করে চলেছে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ভাই ও বোনেরা।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আমরা চাই চুয়াডাঙ্গার অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ সকল শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ আমাদের পাশে থাকেন এবং আমাদের কাজে সহযোগিতা করেন। চমৎকার চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রত্যয়ে আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং সেগুলো প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালিয়ে যাবো। আমাদের এই সকল কাজ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহরিয়ার সিয়াম, সজীবুল ইসলাম, সাফাতুল ইসলাম, তামান্না, ফিরোজ, সামিউল, সৌরভ, মুসফিকুর, আকাশ, মিকাইল, সাদ, তামান্না, রিজিয়া, মাওয়া, সর্ণা, মাহিন, সাদিয়া, সিনিকদিয়া সহ সাধারণ শিক্ষার্থীরা ও সেচ্ছাসেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারি খুনি হাসিনা-কাদের সহ তাদের দোসরদের বিচারের দাবীতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দর্শনা পৌর বিএনপি অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা পুরাতন বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা রেলবাজারস্থ শহীদ আবু সাঈদ চত্তরে করেছে অবস্থান কর্মসূচি পালন।

এ সময় বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শাহ মুকুল, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, সাবেক যুগ্নসম্পাদক ইকবাল হোসেন, পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মালেক মন্ডল, বিএনপি নেতা নজির উদ্দিন আমিন, রবিউল ইসলাম রবি, তোফাজ্জল হোসেন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, দর্শনা থানা যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক টুটুল শাহ, পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্নআহ্বায়ক সেলিম মেহফুজ মিল্টন, আপু সুলতান, থানা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক রিয়াল ইসলাম লিওন, পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব আল মামুন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ আহ্বায়ক সানোয়ার হোসেন, ছাত্রদলনেতা তারেক, সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন, আলমগীর, খোকা, নাসির, রিপন, সাহাবুল, মজিবর, লালচান মিয়া, কুটি, আজাদুল ইসলাম আজাদ, বাবু, খাইরুল, একরামুল, শাহিন, আরিফ, মাসুম, আরিফ, অমিদুল, সেরালি, সুজন, শরিফ উদ্দিন, জোবায়ের, জিয়া, রানা, ছমির, নফিজ, ডালিম, রুবেল, সবুজ, মানিক, অনিক, সাজিদ, আলামিন, স্বাধীন প্রমুখ।।

দামুড়হুদায় জামায়াতে ইসলামীর আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় কেন্দ্রীয় ঘোষিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৫ টার দিকে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে আনন্দ মিছিল শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। এতে উপজেলার হাজার হাজার জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী অংশ গ্রহণ করেন।

আনন্দ মিছিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা নায়েবে আমির ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওঃ মো: আজিজুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা আমির মো: নায়েব আলী, উপজেলা নায়েবে আমির মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারী মাও: মো: আব্দুল গফুর, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: রফিকুল ইসলাম জিয়া, উপজেলা সহকারী সেক্রেটারী মো: আবেদ উদ্দৌলা, দামুড়হুদা ইউনিয়ন আমির মো: আবুল বাশার, হাউলী ইউনিয়ন আমির মো: ওবায়দুর রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আমির মো: আব্দুর রশিদ, নাটুদা ইউনিয়ন আমির, মাওঃ ফজলুল হক।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাওঃ আবু হানিফা, মো: মুহসিন আলী, এখতিয়ার রহমান শামসুজ্জুহা মাওঃ আব্দুল খালেক, মো: ইসমাঈল হোসেন, মো: আব্দুল গাফফার, মো: আবুস সাত্তার মো: হাবিবুর রহমান, মো: শামসুল ইসলাম, এ্যাডঃ হাসিবুল ইসলাম সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের অসংখ্য নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির মতবিনিময় সভায়

শরিফুজ্জামান শরীফ

আলমডাঙ্গার বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে মত বিনিময় সভা অনুণ্ঠিত হয়েছে। ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে গতকাল বুধবার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচীব শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, এই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। সংগ্রামী সাথী বন্ধগণ আজকে আমাদের বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। এই দ্বিতীয়বার স্বাধীন হওয়ার ভেতর দিয়ে আমাদের যে শিক্ষা হয়েছে, আমরা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সে অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো আওয়ামী লীগ যা করেছে, আমরা তা করবো না। আমাদের বিএনপির নেতৃবৃন্দ যদি আওয়ামী লীগ যা করেছে, সেটা করে তাহলে আওয়ামীলীগকে জনগণ যে কারণে প্রত্যাখান করেছে। আমাদের তা করবে। আমরা যেহেতু এই দেশকে ভালোবাসি, আমরা জনগণকে ভালোবাসি। আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া। তাঁদের নীতি আদর্শ, তাঁদের পথচলা আমরা অনুসরণ করে এই চুয়াডাঙ্গা জেলায় শহীদ জিয়ার আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমি রাজনীতি করতে চাই।

তিনি বলেন, বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজাদ হোসেনের সভাপতিত্বে মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাবেক নির্বাহী সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিপটন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের আহব্বায়ক জাহিদ হোসেন শুভ।

বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেনের পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিউজ্জামান, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির নেতা সলোক মিয়া, সমি, তপু,

বোরাহান, লিটন, তারিকুল, সাহাংঙ্গীর বজলুর রহমান ও কিতাব উদ্দিন। বেলগাছী ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি প্রান্ত, সাধারণ সম্পাদক নীরব, সহ-সভাপতি জীবন, যুগ্ন আহব্বায়ক নাজিম, সোহান, জিহাদ, মাহফুজ, রাসেল, জিল্লু জীম প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতে ইসলামের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও শান্তি সমাবেশ অনুষ্টিত। গতকাল বাদ আসর বিক্ষোভ মিছিল শেষে আলতায়েবা মোড়ে শান্তি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতে আমির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ দারুস ছালাম।

উপজেলা জামাতের সেক্রেটারি মামুন রেজার উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন পৌর আমির মোঃ মাহের আলী, পৌর নায়েবে আমির নজরুল ইসলাম, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন।

এসময় উপজেলা আমির দারুস ছালাম বলেন, বৈশ্যম্যবিরোধি ছাত্রআন্দোলে সৈরাচারি হাসিনা সরকারের পতন হয়। সৈরাচারের পতনের পর থেকে দেশে এখন ক্রান্তিকাল চলছে, ইতোমধ্যে অন্তবর্তিকালিন সরকার প্রতিষ্টিত হয়েছে, তারা দেশ সংস্কারের কাজ করছে। এর মধ্যে দেশে অস্থিতি শীল করতে পতিত সৈরাচারি করকারের দোষররা আবারও নানা রকম পায়তারা করছে, আমরা যে কোন মুল্যে ছত্রদের আন্দলনের ফসল নষ্ট হতে দেব না। তাই আসুন আমরা হিন্দু, মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সকলে একত্রে মিলে মিশে দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলি। কেউ কোন রকম বিশৃঙ্খলা করতে চাইলে আপনারা তাকে আইনের হাতে তুলে দেবেন।

সভায় বক্তরা আরো বলেন সাবেক সৈরাচারি সরকার এই দেশে জুলুম নির্যাতন চালিয়ে ইসলামি চেতনায় বিশ্বাসি দলগুলিকে চরম ভাবে নির্যাতন করেছে, আমরা রাজনৈতিক ভাবে তাদের মোকাবেলা করব, কোন ভাবেই আইন নিজের হাতে তুলে নেব না। জনগন আমাদের বিশ্বাস করে, তাই আমরা জনগনকে নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন উপজেলা সহ- সেক্রেটারি প্রভাসক শফিউল আলম বকুল, পৌর

সেক্রেটারি শেখ নুর মোহাম্মদ টিপু, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি রবিউল ইসলাম, পৌর শিবিরের সভাপতি আক্তারুজ্জামান, জামাত নেতা ইউসুপ আলী মাষ্টার, বেলাল হুসাইন, শাজাহান আলী, আমানউদ্দিন, সামসুল ইসলাম, সজিবুল ইসলাম, ফজলুল হক প্রমুখ।

দামুড়হুদায় বিএনপির দুই দিনের অবস্থান কর্মসূচি পালন

ছাত্র-জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যাকারী খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচারের দাবীতে দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র উদ্যোগে দুই দিনের অবস্থান কর্মসূচির প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজি বুধবার সকাল ১১ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির কার্যালয় চত্বরে প্রথম দিনের কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে বিশাল এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি দামুড়হুদা বিএনপির পার্টি অফিস থেকে শুরু করে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড চত্বরে ঘুরে আবার দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। তার পর শুরু হয় অবস্থান কর্মসূচি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল-বিএনপি দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির এর সভাপতিত্বে কর্মসূচির প্রথম দিনে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাশেম।চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য কামরুজ্জামান টুনু, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের আহ্বায়ক ও সাবেক উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সালমা জাহান পারুল।

উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব লিপু আহমেদ। উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, যুগ্ম আহ্বায়ক রকিবুল হাসান তোতা, সদস্য সচিব জাকির হোসেন। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, যুগ্ম আহবায়ক সেলিম উদ্দিন, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন।

আরও উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ঈদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, নাটুদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, নতিপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানা, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদ বিশ্বাস, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম।

উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি আফজালুর রহমান সবুজ, সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতানসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা বিএনপি, যুবদল ছাত্রদল সহ অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রকিবুল ইকরামুল হক।

দর্শনায় একাধাকি ট্রাক চুরি মামলার আসামী রিয়াদ জনতার হাতে আটক, আহত ৫

একাধাকি ট্রাক চুরি মামলার আসামী রিয়াদ এবার জনতার হাতে পাকড়াও হয়েছে। যশোর থেকে ট্রাক চুরি করে আনার পথে পথে ঘটিয়েছে একাধীক সড়ক দূর্ঘটনা। আহত হয়েছে ৫ জন। ছাগল মরেছে ৬টি। ভেঙ্গেছে মোটর সাইকেল ও পাখি ভ্যান। ট্রাক উল্টে খাদে ফেলে পালানোর সময় জনতার হাতে আটকের পর দেয়া হয়েছে উত্তম মাধ্যম। বিজিবি পৌছাতে রক্ষা পেলে জীবন। যশোর শেকাটি বাবলা তলার ইমরান আলীর ছেলে মুরাদ হোসেন বাড়ির সামনের ঢাকা রোডে তার ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ১১-৬৫২৭) রাখেন।

প্রতিদিনের মত গত পরশু সোমবার ওই স্থানে ট্রাক রেখে বাড়িতে যান মুরাদ। সিসি টিভির ফুটেজে দেখা যায় রাত দেড়টার দিকে ৩ জন ট্রাকটি চুরি করে পালাতে। ট্রাক চুরি করে চালিয়ে আসছিলো দর্শনা

মোহাম্মদপুরের শফি উদ্দিন মিস্ত্রির ছেলে একাধীক ট্রাক চুরি মামলার আসামী রিয়াদ (২২)। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯ টার দিকে ট্রাক চুরি করে আনার পথে পথে ঘটিয়েছে সড়ক দূর্ঘটনা। তার বিরুদ্ধে গত ৫ আগষ্ট সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাবার সাথে সাথে দেশব্যাপী বিক্ষুব্ধ জনতা সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের বাসভবনে আগুন দেয়। পরে রিয়াদ রাতে টগরের বাড়িতে চুরি করতে গেলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে এতে তার দুই হাত নাক পুড়ে যায়। দুইদিন চিকিৎসার পর যশোর থেকে ট্র্যাক চুরি করে পলানোর সময় আটক হয় রিয়াদ।

জানা গেছে জীবননগরে দূর্ঘটনা ঘটিয়ে দ্রুতগতিতে আসার পথে দর্শনা আকন্দবাড়িয়া বটতলায় কয়েকটি টোঙ দোকান ভেঙ্গেছে ট্রাকে। বটতলা থেকেই ট্রাকের পিছু নেয় ক্ষতিগ্রস্থরা।

এ সময় আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ার মালেকের মোটর সাইকেল ট্রাকের চাকায় গুড়িয়ে দেয়। কলুপাড়ার লিখনের ছেলে আবু সাঈদের হাত ও পা ভাঙ্গে। একই সড়কে ৬টি ছাগল মরেছে ওই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে। ছাগলের মালিকেরা হলেন হেগো মিয়ার ছেলে শরিফুল ও শমসের মন্ডলের ছেলে মুকুল। আকন্দবাড়িয়া শামসুল ইসলাম সড়কের ধারে গাছের তলে বসে থাকা ভ্যান চালক সহ ১২ জনের মধ্যে ৮ জন রক্ষা পেলেও আহত হয়েছে ৪ জন।

আহতরা হলেন আকন্দবাড়িয়া ফার্মপাড়ার রহমতুল্লাহর ছেলে ভ্যান চালক ওয়াজেদ আলী (৪৬), চাঁদ আলীর ছেলে আক্তার (৬০), নুর ইসলামের ছেলে হারুন (৩০) ও আশা মন্ডলের ছেলে মিন্টু (৪০)। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। এ দিকে ওয়াজেদের ভ্যান ট্রাকের ধাক্কায় ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেছে। এ সময় ট্রাক নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার ধারের খাদে পরে যায়। ঘটনাস্থল থেকে চালক অভিযুক্ত চোর রিয়াদ পালানোর চেষ্টা করলে তাকে ধাওয়া করে ধরা হয় ঈশ্বরচন্দ্রপুর থেকে। দেয়া হয় গণধোলাই। এক পর্যায়ে উথলী বিশেষ ক্যাম্পের টহল বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করে রিয়াদকে নেয় তাদের হেফাজতে। পরে বিজিবি সদস্যরা রিয়াদকে সোপর্দ করেছে দর্শনা থানা পুলিশে। পরপরই দর্শনা থানা পুলিশ পৌছায় ঘটনাস্থলে।

এ দিকে খবর পেয়ে ট্রাক মালিক দুপুর ১২ টার দিকে পৌছান ঘটনা ট্রাক মালিক মুরাদ আলী। খাদ থেকে ট্রাক উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। এঘটনায় মুরাদ আলী বাদি হয়ে যশোর সদর থানায় আটককৃত রিয়াদ সহ বেশ কয়েকজনকে অজ্ঞাত আসামী করে মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন,আমরা রিয়াদকে ৫৪ ধারায় কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছি তবে তার বিরুদ্ধে যশোর কোতয়ালী থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে।

দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ২০ দিন আমদানী রপ্তানি বন্ধ

টানা ২০ দিন দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ভারত বাংলাদেশ আমদানী রপ্তানি বন্ধ রয়েছে কমেছে কয়েক গুন সরকারী রাজস্ব।

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা রেলবন্দরে ভারতীয় কোন মালবাহি ট্রেন প্রবেশ করেনি, গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত গত ২০ দিনে ভারত থেকে আমদানিকৃত কোন মালবাহী ওয়াগন বন্দরে আসেনি। ফলে বন্দরের শ্রমিক, সি এন্ড এফ কর্মচারি ও সারা দেশ থেকে আসা ট্রাক ড্রাইভার হেলফার বেকার ও অলস সময় পার করছে। সি এন্ড এফ এসোসিয়েশন সাধারন সম্পাদক ও পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু সহ সংশ্লিষ্টরা জানালেন দু দেশের রাজস্ব হ্রাস পেতে পারে।

দর্শনা রেল বন্দর সুত্রে জানা যায় সম্প্রতি সময় দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারনে ও ভারতীয় রেল পরিচালক ও আমদানিকৃত মালামালের নিরাপত্তা সহ অন্যান্য বিষয়ে চিন্তা করে গত ২৪ জুলাই দর্শনা রেলপথের মাধ্যমে ভারত থেকে সব ধরনের আমদানি করা মালামাল আসা বন্ধ করা হয়। বাংলাদেশ রেল কতৃপক্ষ দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় যখন গতকাল মঙ্গলবার থেকে মালবাহি ও লোকাল ট্রেন চালানোর সিন্ধান্ত নেন, সে সময় দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলবন্দরে ভারতীয় মালবাহি ট্রেন প্রবেশ করার কথা থাকলেও তা আসেনি বলে দর্শনা রেলস্টেশন ম্যানেজার জানান। দর্শনা আন্তর্জাতিক রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল ইসলাম আরো জানালেন গত ২০ দিন অতিবাহিত হলেও দর্শনা বন্দরে কোন ভারতীয় মালবাহি ওয়াগন আসেনি, তিনি বলেন আমদানি কারকদের মাধ্যমে তাগাদা দিলেও তারা ওয়াগন পাঠাচ্ছে না। কি কারনে পাঠানো হচ্ছে না তা অবশ্য তারা জানায়নি । এ দিকে বন্দর শ্রমিক, সি এন্ড এফ এজেন্ট, কর্মচারি ও দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা ট্রাকচালক ও

হেলফারগন বেকার ও অলস হয়ে পড়ে আছে।

দর্শনা রেলস্টেশন ম্যানেজার মির্জা কামরুল ইসলাম জানান ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেলভাড়া বাবদ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১শ ১৬ কোটি ৮৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৩৬৪ টাকা সেখানে ২৬ কোটি ৯৫ লাখ ১৫ হাজার ৬২৩ টাকা আদায় হয়েছে। এখানেও লক্ষ্যমাত্রা তুলনায় অনেক গুণ কম রাজস্ব আদায় হয়েছে।

দর্শনা কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বাবু সুশান্ত চৌধুরি জানান ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১শ ৭৮ কোটি টাকা সেখানে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৩৪ কোটি ৪ লাখ টাকা যা লক্ষ মাত্রা তুলনায় অনেক গুণ কম।

দর্শনা সি এন্ড এফ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক ও পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু জানান দু দেশের রাজস্ব আদায়ের স্বার্থেই অতি দ্রুত দর্শনা বন্দরে ভারতীয় মালবাহি ওয়াগন প্রবেশ দরকার।

দামুড়হুদায় মাছ লুটপাটের ঘটনা পরিদর্শনে সেনা সদস্যরা

দামুড়হুদা ডুগডুগী কাটান বিলে মাছ লুটপাটের ঘটনায় হারুন শাকিলদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কাছে অভিযোগ করেছে ভুক্তভোগী ডুগডুগি গ্রামের মিজানুর রহমান। অভিযোগ উঠেছে চলতি মাসের ৬ তারিখে সকাল ১০ টার দিকে বিলে বিষ দিয়ে ৫০ বিঘা জলমহালের প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৪শ মন মাছ লুটপাট করে হারুন শাকিলরা। এবিষয়ে অভিযোগ পেয়ে সেনা সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, ডুগডুগি কাটান নামক বিল/জলকার বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে লীজ গ্রহন করে দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ অর্থাৎ ২০০০ সাল হতে মাছ চাষ করে দেশের আমিষ যোগানে সহযোগিতা করে আসছে। যাহার পরিমান প্রায় ৫০ বিঘার মতো হবে। গত ইং- ০৫/০৮/২০২৪ তারিখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ০৬/০৮/২০২৪ ইং তারিখ রোজ-মঙ্গলবার, সকাল- ১০ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর

গ্রামের মৃত আবুল হোসেন এর ছেলে মোঃ হারুন এবং একই গ্রামের মৃত মজিবর হোসেন এর ছেলে মোঃ শাকিল হোসেন আমার বিলে বিষ প্রয়োগ করে এবং লোকনাথপুর গ্রামের দরা কসাই এর ছেলে মোঃ নজু সহ অজ্ঞাত ১০-১২জন মিলে ডোরা জাল দিয়া সকাল ১০টা হইতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত প্রায় ৪০০ মন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরিয়া লুট করিয়া লইয়া যায়। যাহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

বিলের গার্ড সাধন ও আব্দুস সালাম বাঁধা দিলে ওরা তাদেরকে লাঠি দ্বারা মারধর করিয়া জীবন নাশের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া বিল হতে চলে যেতে বাধ্য করে। এঘটনা এলাকার শত-শত মানুষ দেখেছে এবং সাক্ষী আছে। এবিষয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাথাভাঙ্গা, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন, দৈনিক খাস খবর পত্রিকায় অভিযুক্ত দের নাম দিয়ে খবর ছাপা হয় এবং স্থানীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ঘটনার পরিদর্শন পূর্বক অভিযুক্তদের শাস্তি দাবী করেন। অভিযোগ পেয়ে কর্তব্যরত সেনাবাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং অভিযুক্তদের বাড়িতে গেলে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মিজানুর রহমান বলেন, আমার উপর যদি ওদের কোন রাগ থাকে বা কোন অভিযোগ থাকে তাহলে তারা আমার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতো। আমাকে জানাতে পারতো, কিন্তু কোন কিছু না বলেই তারা আমার গাং এ বিষ প্রয়োগ করে সব মাছ মেরে দিয়েছে। ছোট ছোট চারা মাছ সব শেষ করে দিয়েছে। বড় মাছগুলো সব বেড় জাল দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। আমি চরম ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি, আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। আমি এর সুস্থ বিচার চাই।